বাজার ব্যর্থতা ও সম্পদের বন্টন
(Market Failure and Resource Allocation)

৬

আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই বাজার অর্থনীতি চালু হয়েছে। কিন্তু বাজার অনেকসময় সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এই ইউনিটে বাজার ব্যর্থতা ও বাজারের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ইউনিটটির প্রথম পাঠে একচেটিয়া বাজার, নিয়ন্ত্রণ ও জাতীয়করণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে জানতে পারবেন বাজার ব্যর্থতা ও বাজারের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে।

এই পৃষ্ঠা খালি থাকবে।

ইউনিট-৬

পাঠ- ১: একচেটিয়া বাজার, নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয়করণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কেন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন তা বলতে পারবেন
- জাতীয়করণের মাধ্যমে কেন নিয়ন্ত্রণ করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ কি, তাবলতে পারবেন

জাতীয়করণ ও একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ

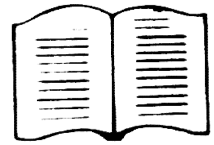

আপনি জানেন, দেশের বেশ কিছু বাজার একচেটিয়া বাজার। এর মধ্যে রয়েছে ডাক, টেলিফোন, তার, বিদ্যুৎ, রেল, গ্যাস প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে যদি বাজারটি সম্পূর্ণ বেসরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে দেখা যাবে যে, ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত রাখা বেশ কষ্টকর। একচেটিয়া বাজার হওয়াতে নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবস্থায় উৎপাদনকারীর মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য বজায় থাকলে একচেটিয়ামূলক শোষনের উদ্ভব ঘটে। এবিষয়ে পূর্বের ইউনিটে আলোচনা রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রায় সর্বত্রই এসব ব্যবসা সরাসরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই জাতীয়করণ ফর্মুলা মূলতঃ পশ্চিম ইউরোপের সৃষ্টি। এই ব্যবস্থায় সরকার এসব বিশেষ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে এবং ভোক্তাকে একচেটিয়ামূলক শোষণ (monopolistic exploitation) থেকে মুক্ত রাখে। বিশ্বের মুক্ত বাজার ব্যবস্থার মুখপাত্র যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা যায় যে, বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রচেষ্টা বিরাজমান। যুক্তরাষ্ট্রে এখনও রেল, ডাক সরকারী মালিকানায় রয়েছে। তবে পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটি ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে তা হল বিধিবদ্ধ সংস্থা (regulatory agency) কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ। এই ব্যবস্থায় সরকার প্রতিষ্ঠানের মূল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ না করে দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি সংস্থা নিয়োগ করে। যারা একচেটিয়া ব্যবসার মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন।

কেন এই নিয়ন্ত্রণ?

আপনি পূর্বেই পাঠ করেছেন যে, স্বাভাবিক একচেটিয়া বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। এর একটি প্রধান কারণ হল - উৎপাদনের ক্ষেত্রে economies of scale বা আকারের সুবিধার প্রভাব। Economies of scale এর প্রভাবে উৎপাদনকারীর খরচ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমাগত কমতে থাকে ফলে বাজারে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় উৎপাদন খরচ কমবে। এই অবস্থায় বাজারটি উৎপাদনকারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

আকারের সুবিধার প্রভাবে উৎপাদনকারীর খরচ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমাগত কমতে থাকে

একটি বড় প্রতিষ্ঠান আরও একটি কারণে খরচের সুবিধা গ্রহণ করে তা হলো *Economies of scope বা পরিধির সুবিধা।* এর ফলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান একই সাথে একটি পণ্য উৎপাদন না করে একাধিক পণ্য উৎপাদন করে এবং পারস্পরিক সুবিধা আদায় করে। যেমন, একটি খামারে একই সাথে মৎস্য, পশুপালন ও কৃষির উৎপাদন। এধরনের সুবিধার ফলে বাজার ক্রমে একজন বড় উৎপাদনকারীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই জাতীয় অন্য একটি উদাহরণ দেই - ধরুন আপনি ঢাকার কোন একটি মাছ বাজারে গিয়েছেন। বাজারে একাধিক বিক্রেতা ইলিশ মাছ বিক্রয় করছে দেখেই যদি আপনি মনে করেন বাজারটি প্রতিযোগিতামূলক তবে ভুল করবেন কারণ খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন একজন মূল বিক্রেতাই বাজারের প্রায় সব ইলিশ নিয়ন্ত্রণ করছেন। আসলে বাজারটি একচেটিয়ামূলক। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে বাজার নিয়ন্ত্রিত না হলে দেখবেন যে, বাজারে ইলিশ মাছের ক্ষেত্রে বিক্রেতা মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করছেন।

অনুরূপভাবে, দেশের পরিবহণ ব্যবস্থা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, বাজারে ব্যবস্থাটি ক্রমাগত নির্দিষ্ট কোন গোষ্টি বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ফলে বাজার ব্যবস্থায় যখন প্রতিযোগিতার অভাব দেখা দেয়, যা আকারগত সুবিধা বা পরিধিগত সুবিধার ফলে সৃষ্ট হতে পারে, তখনই বাজার নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বাজার নিয়ন্ত্রণের অপর একটি কারণ হল- আত্মঘাতিমূলক প্রতিযোগিতা। যেমন ধরুন - দেশে বিমান ব্যবস্থায় বেসরকারীকরণ করার প্রচেষ্টায় একাধিক বিমান কোম্পানী চালু রয়েছে। এখন যদি এমন হয় যে, কোন স্থানে বেসরকারী বিমান তার সার্ভিস চালু করতে গেলে পৃথক পৃথক বিমান বন্দর প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে, বিমান কোম্পানীগুলো নিজেদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে একই শহরে নিজ নিজ বিমান বন্দর প্রতিষ্ঠা করছে। এর ফলে দেখা যাবে, কোন বিমান কোম্পানীই বিমানবন্দরের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারছে না। পারস্পরিক এই আত্মঘাতিমূলক প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে ক্রেতা অধিক মূল্যে টিকিট ক্রয় করতে বাধ্য হবেন। তাই এক্ষেত্রে সরকার বিধিবদ্ধ নিয়মের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে।

বাজার নিয়ন্ত্রণের আরও একটি কারণ হল সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ। যেমন, দেশে সেলুলার টেলিফোন কোম্পানীগুলো ব্যবসা করছে। একটি নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবস্থায় বিভিন্ন কোম্পাণী এমনভাবে যোগাযোগ করবেন যে, দেখা যাবে বিভিন্ন কোম্পানী একই তরঙ্গ (frequency) ব্যবহার করছে। ফলে সম্পদের ব্যবহার অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। যেখানে অনেকগুলো তরঙ্গ খালি পড়ে আছে সেখানে একই তরঙ্গ ব্যবহারের ফলে ব্যবসায় ঝুঁকি বাড়ছে এবং সেলুলার ফোনের বিভিন্ন কোম্পানীগুলো পরষ্পর অসহনীয় হয়ে উঠবে।

বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সর্বশেষ কারণ হল - ক্রেতাকে দূর্ঘটনা, নকল, ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা। যেমন সিগারেটের প্যাকেটের উপর লিখা থাকে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'। এর ফলে ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বাজার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও ত্রূটি মুক্ত রাখার জন্যই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সংক্ষেপ

বাজার নিয়ন্ত্রণের অন্যতম পাঁচটি উদ্দেশ্য হল:

১. অত্যধিক মুনাফা অর্জন বন্ধ করা ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত করা

২. একই ধরনের পণ্য বা পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

৩. আত্মঘাতিমূলক প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ

৪. সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

৫. নকল, গুণগত মান প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

অনুশীলন

বাংলাদেশের কয়েকটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবসার নাম লিখুন। এগুলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে না থাকলে কী কী অসুবিধা দেখা দিতে পারতো এবিষয়ে ভাবুন ও লিখুন।

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

জাতীয়করণ	আকারের সুবিধা
বাজার নিয়ন্ত্রণ	পরিধির সুবিধা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে সংক্ষেপে লিখুন।
২. একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কারণগুলো লিখুন। কেন একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়?
৩. কিভাবে একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
৪. একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হলে
 ক. ভোক্তারা উপকৃত হয়
 খ. উৎপাদকরা উপকৃত হয়
 গ. ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়
 ঘ. কোনটিই নয়
৫. বাজার নিয়ন্ত্রণের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদককে
 ক. অস্বাভাবিক মুনাফা হতে বঞ্চিত করা
 খ. স্বাভাবিক মুনাফা হতে বঞ্চিত করা
 গ. উৎপাদনে নিরুৎসাহিত করা
 ঘ. কোনটিই নয়
৬. একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণের কারণ
 ক. আকারের অমিতব্যয়ীতা
 খ. পরিধির অমিতব্যয়ীতা
 গ. আকারের সুবিধা
 ঘ. কোনটিই নয়

পাঠ-২: বাজারের ব্যর্থতা ও বাজারের নিয়ন্ত্রণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাজার ব্যবস্থায় গলদ কোথায় তা বর্ণনা করতে পারবেন
- বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা রক্ষার্থে সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাজারের ব্যর্থতা (Market Failure)

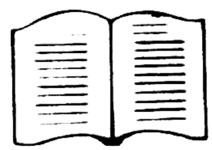

বাজার ব্যবস্থার আপাত নিরপেক্ষতা ও এর সুবিধা নিয়ে যেমন আলোচনার শেষ নেই তেমনি বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা নিয়েও ব্যপক আলোচনা চলছে। বাজার ব্যবস্থা কেন ও কোথায় ব্যর্থ তা নিয়ে আমরা এই পাঠে আলোচনা করব এবং আমরা দেখব কেন বাজার ব্যবস্থা মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়। বাজারের ব্যর্থতা বলতে আমরা বুঝি এমন এক অবস্থা যেখানে চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না বা গেলেও তা সামাজিক ভাবে কাম্য হয় না।

এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখা যায় যে, অনেকের ধারণায় বাজার ব্যবস্থায় মূল্যবোধ বা নৈতিকতার কোন অবকাশ নেই। বিষয়টির এহেন ব্যাখ্যা যে সঠিক নয় তা আমরা এই পাঠ শেষে জানব।

বাজার ব্যবস্থা ঠিক ক'টি কারণে ব্যর্থ তা বলা দুস্কর হবে কারণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে বাজার মূল্য নির্ধারণ ও সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনে ব্যর্থ হয়। তবে এগুলোর মধ্যে অন্যতম কারণগুলো হল -

- ∇ বাজার অর্থনীতি business fluctuations দ্বারা প্রভাবিত হয়
- ∇ বাজার ব্যবস্থার ফলে সমাজে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়
- ∇ একচেটিয়া বাজারে মূল্য অধিক হয়
- ∇ বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বাজার আগে থেকে ধারণা দেয় না
- ∇ প্রতিরক্ষা ব্যয়, সড়ক নির্মান ইত্যাদি পাবলিক গুডস্ (সরকারী দ্রব্য) এর ক্ষেত্রে বাজার সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে না
- ∇ বাজার আন্তঃপ্রজন্মের হিসাব ও স্বার্থ সঠিক ভাবে সংরক্ষিত করতে পারে না।

ব্যবসায় উত্থান পতন (Business fluctuations)

বাজার ব্যবস্থার একটি বড়রকমে ত্রুটি হলো মুদ্রাস্ফীতি, মন্দা, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি উপাদানের অনিয়মিত আগমন ও প্রস্থান। অর্থনীতিতে কখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে তা বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে আজও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ, মুদ্রাস্ফীতি বা অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বাজারের সকল ব্যবস্থায় ফাটল ঘটে। আবারও একবার এসব উপসর্গ দেখা দিলে তা কি করে অবদমিত করা যাবে সেসম্পর্কে বাজার ব্যবস্থা এখনও সঠিক দিক নির্দেশনা দানে ব্যর্থ।

আয় বৈষম্য

যেহেতু বাজার ব্যবস্থায় সম্পদের বন্টন ভোক্তা বা উৎপাদনকারীর প্রাথমিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ একজন ধনী ভোক্তা যেহেতু অধিক পরিমাণ সম্পদের অধিকারী তাই বাজার ব্যবস্থায় তিনি অধিক ক্ষমতাবান ও অধিক সম্পদ লাভ করতে পারবেন। তাই এই ব্যবস্থা আয় বৈষম্য আরও প্রকট করে তুলে। এখানে সম্পদের সাথে আয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয় ফলে বাজার ব্যবস্থা সম্পদশালীকে সম্পদের পরিমাণ বাড়াতে বেশী সাহায্য করে।

একচেটিয়া বাজার

একচেটিয়া বাজারের মূল্য সবসময়ই প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মূল্য থেকে বেশী। বাজার ব্যবস্থায় এমন কোন কারণ বিদ্যমান নেই যেখানে একচেটিয়া বাজার বিলোপ হবে। তাই এই ব্যবস্থা অনেকসময় একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করে। এতে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না।

সম্পদের দক্ষ ব্যবহার

যেহেতু সম্পদ সীমিত এবং আমাদের অভাব অসীম, তাই একটি অর্থনীতির মৌলক সমস্যাই হল সম্পদের দক্ষ ব্যবহার। বিষয়টি যতটা সহজ মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা সহজনয়। মনে করুন, আমার কাছে দুটি ডিম রয়েছে। এই দুটি ডিম দিয়ে আমি নানা কিছু তৈরি করতে পারি যেমন, ১. সিদ্ধ করে ডিম খাওয়া। ২. মামলেট করে নাস্তার সাথে খাওয়া, ৩. পুডিং করে বিকেলে চায়ের সাথে খাওয়া বা ৪. রান্না করে দুপুরে খাবার সাথে খাওয়া। কোনটি করব? স্বভাবতঃই আপনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করবেন - আপনি কে? আপনার অবস্থা (অর্থনৈতিক) কেমন? ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ আপনি জানতে চাইছেন ১. আমার প্রাথমিক অবস্থা (Initial endowment) কেমন ও ২. আমার উপযোগিতা কেমন। এত সব প্রশ্নের উত্তর পাবার পরই আপনি বলতে পারবেন আমি ডিমটি কিভাবে খেলে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হব।

একটি দেশের অর্থনীতিতে এই অবস্থাটি নিচে একটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল। মনে করি, দেশের সকল সম্পদ ব্যবহার করে দু'টি বিশেষ ধরনের পণ্য উৎপাদন সম্ভব - কাপড় ও খাদ্য। যদি সকল সম্পদ খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তবে ৮০ টন খাদ্য এবং যদি সকল সম্পদ কাপড় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তবে ১২ গজ কাপড় উৎপাদন সম্ভব। অর্থনীতির এই অবস্থাকে আমরা উৎপাদন সম্ভাব্য সীমানা থেকে (Production Possibility Frontier) দেখাতে পারি (চিত্র ৬.১ দেখুন)। আপনি এর আগেও ইউনিট-১ এর পাঠ - ৩ এ উৎপাদন সম্ভাব্য সীমানা সম্পর্কে জেনেছেন।

চিত্র ৬.১ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

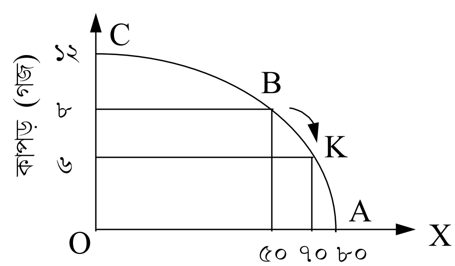

উপরের চিত্রে AC রেখাটি উৎপাদন সম্ভাব্য সীমানা। এই রেখার উপর যতই A থেকে C এর দিকে যাওয়া হবে ততই খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ কমবে এবং অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহার করে কাপড়ের উৎপাদন বাড়ছে। ধরুন, অর্থনীতি B বিন্দুতে অর্থাৎ ৮ গজ কাপড় ও ৫০ টন খাদ্য উৎপাদন করছে। এবার K বিন্দুতে সরে আসার অর্থ হলো কাপড় উৎপাদনে দেশের সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া। ফলে উৎপাদন হবে ৬ গজ। এই অতিরিক্ত সম্পদ এখন যদি আমরা খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করি তবে খাদ্য উৎপাদন ৫০ টন থেকে বেড়ে ৭০ টনে দাড়াবে। অর্থাৎ আমরা বুঝছি এই যে, AC রেখার বিভিন্ন বিন্দু একই সম্পদ দ্বারা বিভিন্ন পরিমাণ খাদ্য ও কাপড় উৎপাদনের চিত্র দেখাচ্ছে। প্রশ্ন হলো দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য কোন বিন্দুতে বা কি পরিমাণ কাপড় ও কি পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা উচিৎ? ধরুন, B বিন্দুতে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার দেখাচ্ছে। অর্থাৎ এই বিন্দুতে এমন অবস্থা বিরাজকরছে যে, সীমিত সম্পদ ব্যবহারে এর চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় কোন অবস্থান নেই। এজন্যে একটি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন তাহলো - B বিন্দুতে উৎপাদনের ফলে পণ্যের যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী কি মূল্য নির্ধারিত হবে?

আমরা জানি, সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের জন্য P=MC হওয়া প্রয়োজন। এবারে যদি দেখা যায় যে, B বিন্দুতে নির্ধারিত মূল্যে P=MC শর্ত পূরণ না হয়, তাহলে B বিন্দুতে সম্পদের ব্যবহার দক্ষ একথা বলা যাবে না। এবার আসুন আমরা দেখি, কী কী কারণে B বিন্দুতে P=MC নাও হতে পারে।

বাহ্যিকতা (Externalities)

যদি কোন কাজ অন্য কোন ক্ষেত্রে সুবিধা বা অসুবিধার সৃষ্টি করে তখন বাহ্যিকতার উদ্ভব হয়। ব্যহ্যিকতা তাই দুধরনের হয়। যথা - বাহ্যিক সুবিধা (External economy) এবং বাহ্যিক অসুবিধা (External diseconomy)। এর মাধ্যমে বাজারের মূল্য পরিবর্তিত হয় ও সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্ধারণে বাজার ব্যর্থ হয়।

একটি উদাহরণ দিই -

মনে করুন, আপনি একজন পানীয় প্রস্তুতকারক। আপনার পাশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি হলো একটি রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি রাসায়নিক বর্জ্য এমনভাবে ফেলছে যে তা আপনার বিশুদ্ধ পানির উৎস বিনষ্ট করছে। এমতাবস্থায়, যিনি পানি নষ্ট করছেন সেই উৎপাদনকারী কোন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে না উপরন্তু পানি শোধন করতে গিয়ে পাণীয় প্রস্তুতকারক সম্মুখীন হচ্ছেন। এর ফলে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার বিঘ্নিত হলো।

বাহ্যিকতা ও অদক্ষতা (Externality & inefficiency)

উপরের আলোচনা থেকে আপনার মনে এটুকু পরিস্কার হওয়া উচিৎ যে, বাহ্যিকতার ফলে সমাজে সম্পদের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতি বিজ্ঞান দুধরনের খরচ আলোচনা করে থাকেন। (১) প্রান্তিক সামাজিক খরচ (Marginal social cost, MSC) এবং প্রান্তিক ব্যক্তিগত খরচ (Marginal private cost, MPC) । প্রান্তিক সামাজিক খরচ হলো প্রান্তিক ব্যক্তিগত খরচ এবং আনুষঙ্গিক খরচের সমান। যদি কোন উৎপাদন বাহ্যিক অসুবিধা তৈরি করে তবে MSC>MPC হবে। এক্ষেত্রে সামাজিকভাবে কাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ব্যক্তিগতভাবে কাম্য উৎপাদনের চেয়ে কম হবে।

> যদি কোন উৎপাদন বাহ্যিক অসুবিধা তৈরি করে তবে MSC>MPC হবে।

নিচের চিত্রের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

চিত্র ৬.২: বাহ্যিকতা ও দক্ষতা

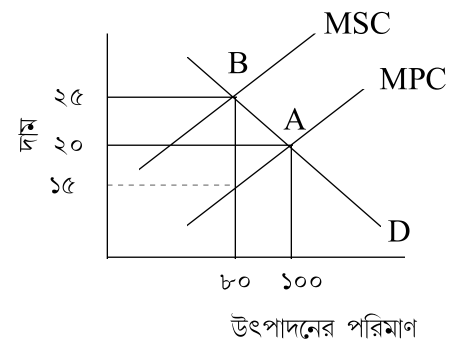

উপরের চিত্রে আমরা দেখতে পাই যে, MPC=D অর্থাৎ ১০০ একক উৎপাদনে একটি বাজারে চাহিদার সাথে যোগানের সমতা আসে। কিন্তু আমরা যদি MSC বা প্রান্তিক সামাজিক খরচ রেখাকে সামাজিক যোগান রেখা ধরি তবে ৮০ একক উৎপাদন হওয়া উচিৎ ছিল। মুল্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে দাম ২০ এর বদলে সামাজিকভাবে ২৫ হওয়া উচিৎ।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বাহ্যিকতার প্রভাবে পণ্যের উৎপাদন ও দাম পরিবর্তিত হয়, ফলে সমাজে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত হয় না।

কিভাবে দক্ষতা ফিরিয়ে আনা যায়?

সরকার প্রয়োজনে ভর্তুকী প্রদান করে কোন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে কিংবা করারোপ করে উৎপাদন কমাতে পারে।

আপনারা এতক্ষণে ভাবছেন যে, কিভাবে দক্ষতা পুনঃসুনিশ্চিত করা সম্ভব। এব্যাপারে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো ট্যাক্স বা কর ও ভর্তুকীনীতি। সরকার প্রয়োজনে ভর্তুকী প্রদান করে কোন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে কিংবা করারোপ করে উৎপাদন কমাতে পারে।
পূর্বের চিত্রে ফিরে যাই---

যদি সরকার ১০ টাকা কর আরোপ করে তবে MPC রেখাটি MSC রেখার উপর প্রতিস্থাপিত হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদন ৮০ এককে পুনঃনির্ধারিত হবে।

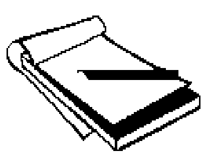

অনুশীলন
বাংলাদেশের যেকোন পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন যেগুলো বাহ্যিক অসুবিধা সৃষ্টি করে। এর ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে কোন্‌ধরনের প্রভাব পড়ে এবিষয়ে চিন্তা করুন ও লিখুন।

পর্যালোচনার জন্য কিছু ধারণা

বাজারের ব্যর্থতা	প্রান্তিক সামাজিক খরচ
Business fluctuations	প্রান্তিক ব্যক্তিগত খরচ
উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাজার ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো কী? ব্যাখ্যা করুন।

২. বাহ্যিকতার প্রভাবে সমাজে পণ্যের উৎপাদন ও দাম কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা ;চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন

৩. বাহ্যিকতার ফলে অদক্ষতা দূর করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেণ?

৪. কোন্টি বাজার ব্যর্থতার জন্য দায়ী নয়

ক. ব্যাবসায়ের উত্থান পতন
খ. বাহ্যিকতা
গ. পাবলিক গুড
ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৫. কোন উৎপাদন বাহ্যিক অসুবিধা তৈরি করলে

ক. MSC=MPC
খ. MSC<MPC
গ. MSC>MPC
ঘ. কোনটিই নয়

উত্তরমালা

পাঠ-১: ৪. ক, ৫. ক, ৬. গ,
পাঠ-২: ৪. ঘ, ৫. গ,